সজিনার কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

সজিনা গাছ বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের আশে-পাশে প্রায়ই চোখে পড়ে। এটি একটি নরম কাষ্ঠল মাঝারি আকৃতির গাছ। সজিনার পাতা ও ফল ওষধি গুণসম্পন্ন একটি জনপ্রিয় সবজি। সম্প্রতি দেশের উত্তর ও দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে, সজিনা গাছের কান্ড ছিদ্রকারী এক প্রকার পোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা যাচ্ছে।

পোকার পরিচিতি

সজিনার কান্ড ছিদ্রকারী পোকা সাধারণভাবে লং হর্ন বিট্‌ল বা লম্বা শুংযুক্ত বিট্‌ল জাতীয় পোকা নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ পোকার শুং এত লম্বা যে তা দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি। এ পোকা ধূসর বা ছাই রঙের এবং দেহ লম্বায় প্রায় ৪.৫-৬.০ সে.মি.। পিঠের সামনে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির দুটি লালচে দাগ আছে। সামনের পাখনা দুটি শক্ত যা দেহের উপরের অংশকে ঢেকে রাখে। এ পাখনার উপর বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো হলুদ দাগ আছে। শুককীট হলুদাভ সাদা, ৬.০-৯.০ সে.মি. লম্বা ও বেশ মোটা-তাজা। শুককীট ও মূককীট দশা গাছের অভ্যন্তরে কাটায়। পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে এবং সাধারণত মে-জুন মাসে তাদের বেশি দেখা যায়।

সজিনা ছাড়াও যে সমস্ত গাছ আক্রান্ত হয়

এ পোকা বহুভোজী বলে অনেক ধরনের গাছ আক্রমণ করে। সজিনা ছাড়াও আম, কাঁঠাল, জাম, কাল কড়ই, বাবলা, খয়ের, রাবার, শিমুল, শিশু, নারকেল, জগ ডুমুর, বট, অশথ, পাঁকুড়, জিওল ভাদি (জিগা), শীল ভাদি, মাদার, হিঁজল, আমড়া, হালদু, উদল, শাল, তুতসহ আরও অনেক গাছ আক্রমণ করে।

ক্ষতির ধরণ

প্রাপ্ত বয়স্ক পোকা নিশাচর হলেও গোধূলী বা সন্ধ্যার সময় বেশি সক্রিয় থাকে। এরা শাখা-প্রশাখার বাকল ও ডগার বর্ধিষ্ণু শীর্ষ খায়। স্ত্রীপোকা জীবন্ত দূর্বল বা সদ্য কাটা গাছের কান্ডের বাকলে ডিম পাড়ে। স্ত্রী পোকা গড়ে প্রায় ২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে গাছের কান্ডের বাকল ছিদ্র করে বাকল ও কাঠের মাঝখানে এবং অনেক সময় কাঠের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে। সুড়ঙ্গপথ কাঠের চিবানো মোটা আঁশ ও পোকার বিষ্ঠা দ্বারা ভর্তি থাকে। বাকল ও কাঠ চিবিয়ে খাওয়ার ফলে গাছে খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। ক্ষতস্থান দিয়ে পরে বৃষ্টির পানি ও ছত্রাক ঢুকে গাছে পচন ধরায়। ফলে কান্ড বা ডাল-পালা ভেঙ্গে গিয়ে গাছ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

পোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

প্রতিরোধমূলক

- মৃত ও মৃতপ্রায় গাছ কেটে দ্রুত ফাড়াই করে শুকিয়ে কাঠ হিসেবে ব্যবহার অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে ভিতরে অবস্থিত পোকা মারা যায়।
- আস্ত কাঠ মজুতের প্রয়োজন হলে গাছ কাটার পরপরই বাকল তুলে ফেলতে হবে যাতে সেটি পোকার ডিম পাড়ার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে।
- সজিনা ও আশে-পাশের অন্যান্য পোষক গাছ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে প্রাথমিক অবস্থায় পোকা মেরে ফেলার ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- গাছের কান্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিকারমূলক

- গাছে আক্রমণ দেখামাত্র কান্ডের আক্রান্ত অংশের বাকল ও সুড়ঙ্গপথ ছুরি বা চাকু দিয়ে পরিষ্কার করে ভিতরে অবস্থিত পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- পোকা কাঠের গভীরে প্রবেশ করে থাকলে গর্তে বা সুড়ঙ্গপথে লোহার শিক অথবা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- হাত দিয়ে পোকা মারা সম্ভব না হলে পোকার সুড়ঙ্গপথ যথাসম্ভর পরিষ্কার করে তাতে যে কোন ধূমায়িত কীটনাশক (যেমন ফসটক্সিন গর্তপ্রতি একটি হারে) প্রয়োগ করে গর্তের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।
- পোকা মারার পর ক্ষতস্থানে আলকাতরার প্রলেপ লাগাতে হবে যাতে সে স্থান দিয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টির পানি ঢুকে গাছে পচন সৃষ্টি করতে না পারে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা ঃ কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-৬৮১৫৬৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮

আইসি-শক্তি প্রকল্পের অর্থায়নে মুদ্রিত

inter cooperation